গলসিতে উৎসবের মেজাজে পুনর্নির্বাচনে ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ গলসির বাহিরগন্যায় ১৬৭টি ব্যালটপেপার খুঁজে না পাওয়া যাওয়ার কারণে পুনঃনির্বাচন হয় বুধবার আবার। ৯৩ এবং ৯৪ নম্বর দুটি বুথে ভোট হয় বুধবার। এই দুটি বুথে ভোটার রয়েছে ১৭২১ জন। সকাল সাতটা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোট পড়ে ঢিমেতালে। দু ঘন্টায় ভোট পড়ে মাত্র ২২৩টি ভোট। কিন্তু বেলা বাড়তেই ভোটের হার বাড়ে। বেলা এগারোটা পর্যন্ত ভোট পড়ে ৬৩৪টি। ভোটদানের গড় ছিল ৩৬ শতাংশ। বেলা একটা পর্যন্ত ভোট পড়ে ৯৯৭টি। শতাংশের হিসাবে ৫৭ শতাংশ। বুথে ভিড় ছিল সবসময়। বেলা তিনটে পর্যন্ত ভোট পড়ে ১২৯৬টি। শতাংশের হিসাবে ভোট ৭৫ শতাংশের বেশি। কুরকুবা পঞ্চায়েতের এই বুথে শাসকদলের চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে। সূত্রের খবর, এই বুথে সিপিএমকে জেতাতে মরিয়া ছিল তৃণমূলের এক যুব নেতার অনুগামীরা। বেশ কিছুক্ষণ ভোট চলার পরে শাসকদলের ব্লক নেতাদের নজরে আসে বিষয়টি। সূত্রের খবর, জেলার নেতাদের কাছে ফোন আসে ওই যুব নেতার কাছে। তারপরেই ব্যালট পেপারের গন্ডগোল দেখা যায় বলে সূত্রের খবর। নির্বাচন কমিশন এই বুথে পুনরায় ভোটের নির্দেশ দেয়।

বুধবার সকাল থেকেই উৎসবের মেজাজে চলছে ভোট। তবে সিপিএমের অভিযোগ, এই দুটি বুথে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দেয় শাসকদল পুলিশের মদতে। সিপিএমের অভিযোগ, ভোটারদের বুথের ভিতর ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। স্লিপ কাটা হচ্ছে। তারপরে আঙ্গুলে কালি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ভোটটা দিতে দেওয়া হচ্ছে না। ভোট দিচ্ছে শাসকদলের লোকেরা বলে অভিযোগ। শাসকদলের ব্লক সভাপতি বাসুদেব চৌধুরি বলেন, সিপিএম সোমবার ছাপ্পা ভোট দিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে তাই তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। ভোট শেষে যাতে কোন সন্ত্রাস না হয় তার জন্য কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এলাকায় পুলিশ টহলদারি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নদীয়ায় ঠাকুরমার প্রেমিকের বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু নাতনির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ ঠাকুরমার প্রেমিকের বন্দুক থেকে অতর্কিতে ছোড়া গুলিতে মৃত্যু হল চার বছরের নাতনির। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, মৃত নাতনির নাম ঈশিতা পোদ্দার। ঘটনাটি ঘটেছে, হাঁসখালি থানার গেরাপোতা গ্রামে। এই ঘটনায় পুলিশ একজনকে আটক করেছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, ঠাকুরমা চারুবালা পোদ্দারের সাথে দীর্ঘদিনের প্রেম ভালবাসায় আবদ্ধ রয়েছেন প্রতিবেশী যতীন রায় নামে এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার রাতে ঠাকুরমার প্রেমিক বাড়িতে আসে। ওই সময় প্রেমিকা চারুবালা ঘরেই ছিল এবং পাশে ছিল নাতনি ঈশিতা। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে যে, যতীন রায় ওই দিন রাতে চারুবালার ঘরে আসে। ঘরে এসে তার নিজস্ব আগ্নেয়াস্ত্র বের করে রাখার সময় মাটিতে পড়ে গিয়ে গুলি বের হয়ে নাতনির কপালে লাগে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। ঈশিতা পোদ্দারের কপালে গুলি লাগার পরে প্রথমে বগুড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আরও জানা গিয়েছে যে, ঠাকুমার সাথে প্রতিবেশী যতীন রায়ের দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক ছিল। মঙ্গলবার রাতেও প্রেমিক যতীন যায় তার প্রেমিকা চারুবালার ঘরে। বন্দুক পড়ে গিয়ে এই ধরণের গুলি ছোঁড়া হয়ে নাতনির মৃত্যুতে সকলেই হতবাক। তবে পুলিশ এই ধরণের ঘটনা মানতে নারাজ। এই ঘরের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রটি কিভাবে এল তার আরও কি উদ্দেশ্য ছিল, না এই নাতনির কপালে গুলি লাগার ঘটনা পরিকল্পিত কিনা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হাঁসখালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, প্রকৃত দোষীকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে খুব তাড়াতাড়ি। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

দুর্গাপুরে ৩৭ শতাংশ মহিলা ভোটার বুথমুখী হননি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল এলাকায় কি মহিলারা ভোট বিমুখ হয়ে পড়ছেন? পরিসংখ্যান কিন্তু অনেকটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে ভোটের দিন বুথমুখী হচ্ছেন না মহিলারা। মহিলা ভোটারদের ভোট দিতে অনাগ্রহের কারণ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্য থেকে নানামত উঠে আসছে। সিপিএম দাবি করছে, সন্ত্রাস আর ভোট লুঠের কারণে প্রহসনে পরিণত হওয়া ভোটে নিজের মত জানাতে পারবে না বলেই আগ্রহ কম মহিলা ভোটারদের মধ্যে। বিজেপি দাবি করছে, বিরোধীদের দিকে যাবে বলে শাসকদল সন্ত্রাস দেখিয়ে বুথে আসতে দেয়নি ভোটারদের তাই সার্বিক ভোট অনেকটাই কম পড়েছে। শাসকদল অবশ্য বলছে, বিরোধীরা ভোটের দিন বুথে বুথে সন্ত্রাস চালিয়ে ভোটারদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে তাই ভোটাররা ভয় পেয়ে ভোট দিতে আসেনি। দুর্গাপুর মহকুমায় ভোট হয় চারটি ব্লকে। কাঁকসায় দুটি জেলা পরিষদ আসন। বুথমুখী হয় নি প্রায় ১৪০০০ ভোটার। অন্য আসনটিতে ভোট পড়েছে ৫০৮৪১ যেখানে মোট ভোটার ৭২০৭২ জন। জেলা পরিষদের একটি আসনে মহিলা ভোটার ভোট দিয়েছেন ২৪৭২৩। শতাংশের হিসাবে ৪৭.৪৮ শতাংশ। অন্য আসনে মহিলারা ভোট দিয়েছেন ২৪০১৯ যা শতাংশের হিসাবে ৪৭.২৪ শতাংশ। ২৭ শতাংশের বেশি মহিলা ভোটার ভোটকেন্দ্রের দিকে আসেননি। পান্ডবেশ্বরের একটি জেলা পরিষদ আসনে ভোট হয়নি বিরোধীরা প্রার্থী না দেওয়ায়।

অন্য আসনটিতে মহিলা ভোটার ভোট দিয়েছেন ১৭৮৫৫ জন যেখানে মোট ভোট পড়েছে ৪০৩২৫। মোট ভোটার এই আসনে ৫২৪৫৪ জন। ১২ হাজারের বেশি ভোটার বুথমুখী হয়নি জেলাপরিষদের এই আসনে। শতাংশের হিসাবে মহিলা ভোটার বুথমুখী হয়েছে ৪৪ শতাংশের সামান্য বেশি। দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে মহিলা ভোটারদের ভোট পড়েছে একটিতে ৪৪ শতাংশের বেশী এবং অন্যটিতে ভোট পড়েছে ৪৬

শতাংশের সামান্য বেশী। দুটি আসনে মোট ভোটের মাত্র ৩৪ শতাংশ মহিলা বুথমুখী হয়েছেন। মোট মহিলা ভোটার ৩০৪৬৫ ভোট দিয়েছেন যেখানে এই ব্লকে মহিলা ভোটার ৪১৯২০ জন। অন্ডালে তিনটি জেলাপরিষদ আসন। মোট মহিলা ভোটার ৬৭৪৪০ জন। ভোট দিয়েছেন ৪৭৪১০ জন। কুড়ি হাজার মহিলা ভোটার বুথমুখী হয়নি। ৩০ শতাংশ মহিলা ভোটার বুথের ধারে আসেন নি। দুর্গাপুর মহকুমায় মোট মহিলা ভোটার ২২৭৫৪৩ জন যার মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১৪৪৪৭২ জন। বুথমুখী হননি ৮৩০৭১ জন। শতাংশের হিসাবে মাত্র ৬৩ শতাংশ মহিলা ভোটার ভোট দিয়েছেন। ৩৭ শতাংশ মহিলা ভোটার বুথমুখী হন নি নানা কারণে। কিন্তু এটা কি নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা নয় এই প্রশ্নের উত্তরে মহকুমা নির্বাচন আধিকারিক শঙ্খ সাঁতরা বলেন, এই মহিলা ভোটারদের বুথে না আসার কারণ জানার প্রয়াস করা উচিত।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর ঃ বুধবার ভোরবেলায় মন্তেশ্বর থানার মেমারি মালডাঙ্গা রোডের ফজলপুর গ্রামের কাছে পথদুর্ঘটনায় মৃত দুই যুবকের দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। জখম এক যুবককে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, মৃত দুই যুবকের নাম হল বাবাই চক্রবর্তী ও সমপাশিক বন্দ্যোপাধ্যায়। জখম যুবকের নাম বুবাই কুন্ডু। তিনজনের বাড়ি সিংহলি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যে, মঙ্গলবার রাতে ধান্যখেরো গ্রাম থেকে এক পুজোর অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফিরছিল ওই তিন যুবক। বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। পুলিশ জানিয়েছে যে, কোন গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে মৃত্যু হয়েছে বাইক আরোহীদের। মারাত্মকভাবে জখম যুবকের জ্ঞান ফিরে আসলে জানা যাবে কীভাবে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল এরা। গোটা বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃতদেহ দুটি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয় এবং দেহগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

শান্তিতে ভোট, মুখ থুবড়ে পড়ল বিজেপির দাদাগিরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের ডানা কাটা যেতেই বিজেপির দাপট মুখ থুবড়ে পড়লো কাঁকসায়। কালি ছিটিয়ে ভোট বানচাল করতে সোমবারে সফল হলেও বুধবার কড়া নজরদারিতে ভোট শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। ২০০ মিটারের ভিতর ভোটার ছাড়া আর কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পানাগড়ে কড়া নাকা চেকিং চলে যাতে ঝাড়খন্ড থেকে আসা মাফিয়ারা সোমবারের মতো দাপিয়ে বেড়াতে না পারে। বুথের ভিতর শুধু ভোটার ছাড়া আর কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সোমবারে ভোটের দিনে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলকে ঢাল করে বিজেপি দাপটের সাথে তৃণমূল কর্মীদের উপর দাদাগিরি করে যায়। রামবাম জোটের হামলায় এক তৃণমূল মহিলা নেত্রী-সহ দশজন আহত হয়। সোমবারে রেলপারের ১২৮ নং বুথে ব্যালট বাক্সে কালি ছিটিয়ে দিয়ে যায় বিজেপি বলে অভিযোগ শাসকদলের নির্বাচন কমিশন আজ পুনরায় এই বুথে ভোটের নির্দেশ দেয়। এই বুথে ভোটার রয়েছে ১০৯৬ জন। বেলা ৩টা পর্যন্ত ভোট পড়ে ৭৬ শতাংশের বেশি। ভোট পরে ৮৩৬টি বেলা ৩টার মধ্যে। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, তাদের পোলিং এজেন্টদের বার করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল জেলানেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভোট

বানচাল করতে না পেরে মিথ্যা অভিযোগ আনছে বিরোধীরা। কাঁকসায় রাম-বাম জোট সন্ত্রাস চালিয়েছে আর সে কারণেই তাদের দশজন কর্মী আহত হয়েএছ। এদিকে পুলিশের উপর বিজেপির হামলাকারীদের গ্রেফতার করার চাপ বাড়তেই বিজেপি নেতারা কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায় এদিন বলে সূত্রের খবর। একদিকে পুলিশের কড়া নজরদারি, অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীদের পাত্তা না মেলায় বিজেপি কাঁকসায় মুখ থুবড়ে পড়ে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। সোমবারে এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে রক্ত ঝড়তো না কাঁকসাতে বলে মত ভোটারদের। পুলিশ জানিয়েছে, ভোট নির্বিঘ্নে চলেছে কোথাও কোন ঝামেলার ঘটনা ঘটেনি।

পূর্বা এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে পড়ায় যানজট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ নিউ দিল্লী পূর্বা এক্সপ্রেস পানাগড় স্টেশন ছেড়ে বেড়িয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই আটকে পড়ে প্রায় কুড়ি মিনিট। এর জেরে পানাগড় রেলগেটে যানজট হয়ে যায়। প্রায় আধঘন্টা পর যানজট মুক্ত হয় পানাগড়-সিলামপুর রোড। সূত্রের খবর, সিগন্যাল বিপত্তিতে পূর্বা এক্সপ্রেস আটকে পড়ে পানাগড় স্টেশনে। যদিও রেলের আধিকারিকেরা মুখ খুলতে চায়নি। পূর্বা এক্সপ্রেস পানাগড় স্টেশন ছেড়ে বেড়িয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই সিগন্যাল লাল হয়ে যায়। সিগন্যাল লাল হয়ে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটি। সকাল ১০টা ১৫ মিনিট থেকে ১০টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত পূর্বা এক্সপ্রেস পানাগড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রেলগেট বন্ধ থাকায় পানাগড়-সিলামপুর রোডে যানজট শুরু হয়ে যায়। রেলের আধিকারিকেরা ছুটে আসেন। কুড়ি মিনিট পরে সিগন্যাল চালু হয়ে গেলে ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেড়িয়ে যায়।

শাসকদলের বিদায়ী প্রধান কি কড়া শাস্তির মুখে?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ গৃহযুদ্ধে জেরবার কাঁকসায় শাসকদলের জেলার কান্ডারিরা বিরক্ত হয়ে কাঁকসার নেতাদের বিরুদ্ধে এবার কড়া শাস্তি দেওয়া শুরু করেছেন। পঞ্চায়েত সমিতিতে বিনা ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী রমেন মন্ডলকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। অভিযোগ, শাসকদলের এই প্রভাবশালী নেতা রমেন মন্ডল তৃণমূল প্রার্থী কাঞ্চন ব্যাপারীকে হারানোর জন্য বিজেপিকে বুথ দখলে সাহায্য করা এবং বিজেপির হয়ে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। শাসকদলের জেলার কান্ডারি এবার আর বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করেননি। গোপালপুরে কে হবে পঞ্চায়েত প্রধান তাই নিয়েই লড়াই আর প্রেক্ষিতে বিজেপির প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার লড়াই শুরু হয় বলে অভিযোগ শাসকদলের নিচুতলার কর্মীদের। শাসকদল সূত্রে খবর, কাঁকসা ব্লকের এক বিদায়ী প্রধান নিজে বিজেপির প্রার্থীর হয়ে বেশ কিছু ছাপ্পা ভোট দিয়েছেন। এই নিয়েও জেলা নেতাদের কাছে অভিযোগ পৌঁচেছে। কাঁকসা ব্লকে শাসকদলের একটি গোষ্ঠী সিপিএমকে ভোট দিয়ে দলের প্রার্থীকে হারিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। খবর চলে যায় শাসকদলের নেতাদের কাছে। সূত্রের খবর, শাসকদলের বেশ কিছু বড় মাপের নেতাদের অনুগামীদের বুথের একশো মিটারের মধ্যে থাকতে দেওয়া হয়নি। এক বড় মাপের নেতা ভোট দিতে এলে তার ভোট কোন দিকে যাচ্ছে তার উপর নজরদারি রাখা হয় বলে সূত্রের খবর। বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্য এবং তার স্ত্রী আবার ভোটকেন্দ্রের দিকে যায় নি। বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের ভোট না দিতে যাওয়ার ঘটনাও জেলার কান্ডারিদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। শাসকদলের সূত্রে খবর, নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়ে পড়া প্রার্থীদের এবং তাদের পিছনে থাকা বড় নেতাদের বিরুদ্ধে এবার কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে শাসকদল। সূত্রের খবর, আরো এক নেতাকে বহিস্কার করার পথে যাচ্ছে দল। তবে কাঁকসা ব্লক জুড়ে শাসকদলের নিচুতলার কর্মীরা তাকিয়ে রয়েছে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য এক বিদায়ী প্রধানের বিরুদ্ধে দল কি ব্যবস্থা নেয়। শাসকদলের জেলা সভাপতি ভি শিবদাসন দাসু বলেন, দল বিরোধী কাজে যুক্ত থাকলে দল এবার ঘাড় ধরে বার করে দেবে।

নদীয়ায় ৬০টি বুথে ছাপ্পার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ বুধবার ছিল পুনঃভোটের দিন। ভোটকে কেন্দ্র করে এই নদীয়া জেলায় ভোটের বলি হয়েছেন তিনজন। বিরোধীদের অভিযোগ যে, সকাল থেকেই শাসকদলের বাইক বাহিনী এবং পুলিশের যৌথ উদ্যোগে ছাপ্পা ভোট হয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকেই বিরোধীদের বাড়ি বাড়ি হুমকি, প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে না যেতে বলা হয়েছিল এমনটাই অভিযোগ বিরোধী নেতাদের তরফ থেকে করা হয়েছে। তবে শাসকদলের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় দিনে ভোটকে কেন্দ্র করে কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ভোটাররা সুষ্ঠুভাবেই নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোটদান করেছেন বলে দাবি। একথা মানতে নারাজ বিজেপি-র জেলা সম্পাদক মহাদেব সরকার। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, ভোটের প্রথম দিন থেকেই ব্যাপক সন্ত্রাস তৈরি করে একের পর এক খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। আরও অভিযোগ যে, বিরোধীরাই পরিকল্পিতভাবে শাসক দলের কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা এবং খুনের মত ঘটনা ঘটাচ্ছে। বুধবার বিকেল পর্যন্ত জানা গিয়েছে যে, প্রতিটি বুথে দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছিল। শাসকদলের তরফ থেকে ছাপ্পা ভোটের কথা অস্বীকার করা হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক গৌরীশঙ্কর দত্ত জানিয়েছেন যে, সেদিনকার ভোটকে কেন্দ্র করে কোনরকম অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। ব্যাপক পুলিশি পাহারার মধ্যে দিয়ে ভোটাররা ভোটাধিকার জানিয়েছেন।

নির্বিঘ্নে ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ রাজ্য জুড়ে বুধবার নানান অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৫৭২টি বুথে পুনর্নির্বাচন হল। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটের দিনেও ওঠা তিক্ত অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার করে এদিন প্রশাসন ছিল কঠোর। পশ্চিম বর্ধমানের রানীগঞ্জের নুপূরগ্রামে দুটি বুথে পুনর্নির্বাচন হল বুধবার। এদিন সকালে গ্রামে গিয়ে দেখা যায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এলাকায়। গ্রামবাসীরা বুথের সামনে লাইন দিয়েছেন ভোট দেওয়ার জন্য। একটু বেলার দিকে ভোটারের লাইনে বেশ ভিড় ছিল। এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সব মিলিয়ে রানীগঞ্জে দুটি বুথে ও কাঁকসাতে একটি বুথে পুনর্নির্বাচন হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ , হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222